R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই ফাল্গুন ১৪২০ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার মধ্যে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর দ্বিতীয়বার সফর

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী একদিনের সফরে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে গেলেন ২০ ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন নবগ্রামে হেলিকপ্টারে নেমে জাতীয় সড়কের ধারে শীলগ্রামে সেনা ছাউনির শিলান্যাস করলেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রণববাবুর বাবার নামে একটি এনজিও–র উদ্বোধন। এর পরের অনুষ্ঠান সাগরদীঘি কলেজের নামকরণ প্রণববাবুর বাবা কামদাকিঙ্কর মুখার্জীর নামে। কলেজ পরিচালন সমিতি এই প্রস্তাব কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই নেয়। কিন্তু তা সরকারী স্বীকৃতি পায় কয়েক মাস আগে। প্রণববাবুর শেষ অনুষ্ঠান সুতী–১ ব্লকের আহিরনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতির প্রথম আগমনে জঙ্গিপুর এলাকায় প্রশাসনিক তোলপাড় চললেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে জাতীয় শোককে উপেক্ষা করেও রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড শাখার উদ্বোধন করেন তিনি। প্রণব মুখার্জীর ছেলে অভিজিৎ মুখার্জী বর্তমানে জঙ্গিপুরের সাংসদ। যদিও ভোট বৈতরণী পার হন নামমাত্র ভোটের ব্যবধানে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সব দলেই চলছে।

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজে এতদিন যা হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ আবু. এল. শুকরানা মন্ডল ক্ষমতাসীন দলকে হাতে রেখে এতদিন নীতি বিরুদ্ধভাবে সব কাজই চালিয়ে গেছেন। ২০১০ সালে কলেজে ঘর তৈরীর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। অধ্যক্ষ মশায় এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দিয়ে পুরো ঘটনাটা চাপা দিয়ে রাখেন। ২০১৩ –তে এটা প্রকাশ পেলে কলেজ বিল্ডিং কমিটি অধ্যক্ষকে চেপে ধরেন। 'ছাত্র চাপে ঘরের অভাবে সুস্থভাবে ক্লাস করা যায় না। অথচ ঘর তৈরীর ব্যাপারে কেন আপনার উদ্যোগ নেই।' অধ্যক্ষ চুপ থাকেন। শেষে ঐ টাকা উদ্ধার করে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে তেঁতুলতলা বিল্ডিং–এর তিনতলা কাজ সুরু হয়। আগের মতো নিজেদের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ না পাইয়ে দিয়ে দৈনিকের বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজ চালু করা হয়। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান বিল্ডিং কমিটির সদস্য অধ্যাপক নুরুল মোর্তুজা। আরও খবর – প্রাক্তন অধ্যক্ষ তাঁর কাজের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করতে ডি.পি.আই দপ্তরে

(শেষাংশ ৪ পাতায়)

অবশেষে ছাত্রদের রেজিষ্ট্রেশন হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অনেক টালবাহানার পর গত ১৭ ফেব্রুয়ারী কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে ছাত্র পিছু ৩০ টাকা লেট ফিস দিয়ে ২৮০৭ জন ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশনের সবুজ সঙ্কেত পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র কলেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলায় এতদিন ছাত্রছাত্রীদের মানসিক চাপ পোহাতে হলো।

জঙ্গিপুর বইমেলা হয়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বহু প্রত্যাশিত জঙ্গিপুর বইমেলা শুরু হয় ২০ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে। উদ্বোধক ছিলেন পান্ডব গোয়েন্দাখ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশু সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষ। মোট ১০৮টি স্টলের মধ্যে ৭৬টি বই–এর স্টল ছিল। প্রতিদিনই প্রচুর লোকের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। যদিও মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয় ২৪ ফেব্রুয়ারী।

বটগাছে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রাধানগরে একটি প্রাচীন বটগাছে ১৮ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ আগুন দেখা যায়। গাছের উঁচু ডালে ধোঁয়া দেখে মানুষ ভয় পেয়ে যায়। পরে পুলিশে খবর দিলে দমকলের গাড়ী এসে আগুন নেভায়। অনেকে পাশের ১১ হাজার ইলেকট্রিক তার থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করেন।

যে কোনো বিয়ের কার্ড –
দাদাঠাকুর প্রেস / ফোন–২৬৬২২৮

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪২০

পরিবেশ দূষণকারীরা কী এতটাই দুঃশাসন ?

পরিবেশ দূষণ কথাটি এখন বহু চর্চিত। মানুষ যেখানে বাস করে তার আশপাশ হইল পরিবেশ – জল হাওয়া মাটি তাহার উপকরণ। ইহা যখন কলুষিত হয়, দূষিত হয় তখনই ঘটে নানা বিপত্তি এবং বিপর্যয়। কেননা তাহা জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। মানুষ হউক অথবা অন্য প্রাণী হউক সকলেই চাহে সুস্থ পরিবেশে বাঁচিতে। মানুষের পক্ষে ইহা অবশ্যই মানবাধিকার। দুর্ভাগ্য – মানুষ মূঢ় কিনা জানিনা, তাহারা নিজেদের পরিবেশকে নিয়ত দূষিত করিয়া চলিয়াছে এবং নিজেদের কবর নিজেরাই জ্ঞাতে অজ্ঞাতে খুঁড়িয়া চলিয়াছে। পরিবেশ দূষণ আজ পৃথিবীর বড় সমস্যা। ইহা মানুষের নিকটে আত্মবিনাশী বুমেরাং।

তুলনামূলকভাবে শহরগুলিতে বিশেষ করিয়া বড় বড় শহরে দূষণ বহুমাত্রিকরূপে দেখা দিয়াছে। ধোঁয়ার ধূলায় সৃষ্টি হইতেছে ধোঁয়াশা। বর্জ্য পদার্থের ছড়াছড়ি। যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলী, গাড়িতে এয়ার হর্ণের উৎকট আওয়াজ, নানা উৎসব অনুষ্ঠানে মাইকের শব্দ নিনাদ এবং বোমপটকার কর্ণবিদারী বিস্ফোরণ দূষণের মাত্রাকে সীমাহীন করিয়া তুলিতেছে। তাহার সহিত কলকারখানার যন্ত্রের ঘর্ঘর দাঁত ঘসটানি। পরিবেশ নিয়তই ভারসাম্য হারাইয়া চলিয়াছে।

মফঃস্বল শহরে পরিবেশেও তাহার ছায়া পড়িয়াছে। শিল্পায়নের হাওয়া সেখানেও লাগিয়াছে। ছোট খাটো কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হইতেছে। পথে ঘাটেও ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহনের দৃপ্ত পদসঞ্চার এবং সশব্দ পদচারণা। তাহাদের গতি চঞ্চলতায় পথচারী পদাতিকেরা ত্রস্ত। বিপন্নও। গাড়ির দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হইয়াছে এই পর্যন্ত।

আমাদের এই পৌরসভার অন্তর্গত দুই শরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখা যাইতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাওয়া যায়-শহরকে দুষণমুক্ত, পরিবেশকে জঞ্জালমুক্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবার আবেদন। শহরের নাগরিকেরা তাহাতে কতটা সাড়া দেন তাহাও দেখিবার বিষয়। এখানে লোকালয়ে আবাসিকদের বসতবাটি হইতে নির্গত পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জীবাণুযুক্ত জল নদীতে পড়িয়া জল দূষণ করিয়া চলিয়াছে। শহরের রাস্তার আশেপাশে যত্রতত্র লাইসেন্সবিহীন মাংসের দোকান পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদের মতে কসাই-খানা হইতে নাকি সব হইতে বেশি দূষণ ছড়াইয়া থাকে। ইদানীং এই শহরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে বাসগৃহেই অথবা পুরসভার রাস্তার উপর কোথাও কোথাও লোহালক্করের কারখানা আসবাবপত্রের কারখানার কাজকর্ম চলিতেছে এবং রাস্তার উপর বা পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থানে রঙের কাজ চলিতেছে। বাজারে পথে শাক সব্জির পরিত্যক্ত অংশ, মাছের বাজারে আঁশ কাটার জঞ্জাল পার্শ্বস্থ বসবাসকারী নাগরিকদের জীবনকে দূষণে দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেছে। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করিবার অধিকার যেমন আছে তেমনি পুরসভার লোকালয়ে পাড়ায় পাড়ায় বসবাসকারী নাগরিকদের সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচিবারও অধিকার আছে। কাহারো ব্যক্তিগত কর্ম সমষ্টির স্বার্থের পরিপন্থী না হয় – তাহাই তো নিয়ম। বহু মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা বা কাজ কর্মের দ্বারা পরিবেশদূষণ সৃষ্টিকারী ঘটনাকে উপযুক্ত কৃর্ত্তপক্ষ কী সমর্থন করেন ? সম্প্রতি পুরসভা দোকানে বাজারে পলিব্যাগ, প্ল্যাস্টিকের কাপ, গেলাস নিষিদ্ধ করিয়াছে। ইহারা দূষণের সহায়ক। ইহার মত শহরের মধ্যে দূষণ সৃষ্টিকারী কাজকর্মের প্রতি পুরসভার দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নিজ নিজ স্বার্থে নিজ নিজ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্ত্তব্য। দূষণ স্রষ্টারা কী এতটাই দুঃশাসন ? পুরসভা কী এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবে ?

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

(১)

।। সেই স্মারকগ্রন্থ ।।

আশিস রায় ভুবনেশ্বর থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করে পত্র লিখেছেন জঙ্গিপুর সংবাদে। সংগত সেই ক্ষোভ এবং অনুযোগ। কিন্তু একমাত্র সরকারী স্বীকৃতি পরম প্রাপ্তি নয়। সরকারী শিরোপার বাজার দর অনেকটা ফটকা বাজি। আসল স্বীকৃতি তো জন মানসে যুগ যুগ ধরে বহমান।

রাধানাথ সিকদার (১৮১৩-১৮৭০) পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ জরিপ ও আবিস্কার করলেন। কিন্তু নাম হয়েছে এভারেষ্ট সাহেবের। জগদীশ বসু (১৮৫৯-১৯৩৭) বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক। অথচ খ্যাত হলেন মার্কনী। সে বিদেশী সরকারের আমলে। কিন্তু এই স্বাধীন ভারত সরকারের আমলে সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-মৃত্যু নেই) দেশের মুক্তির জন্য যে সংগঠিত সংগ্রাম করেছিলেন সেই গৌরবকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ? বরং বিকৃত করা হচ্ছে আজও। তাই বলি সরকারী মর্যাদা দান ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

এক্ষেত্রে জঙ্গিপুরবাসী বর্তমান প্রজন্ম কী করলেন ? জঙ্গিপুর যদি সেই ইতিহাস লালন না করে তবে ঐতিহ্যের ক্ষতি – এটা অনুধাবন করতে হবে। পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত সেই "স্মারক গ্রন্থ" নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় হওয়া জরুরি। না হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে ?

হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ

(২)

একটি প্রতিবেদন

জঙ্গিপুর মহকুমার বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের এখানের মধ্যে তিনজন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এঁরা সমসাময়িক। যথা দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, কবিয়াল গুমানী দেওয়ান ও আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসু ওরফে ধনঞ্জয় মণ্ডল। ঝাঁকসুর সম্বল বলতে শুধু নাম সই। কিন্তু আলকাপের ওস্তাদ রূপে অনন্য। আলকাপ সম্রাট। প্রায় চার বছর আগে জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে বহরমপুরের সাংসদ বর্তমানে রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি এক বিরাট কনভয় নিয়ে অনুন্নত পশ্চাৎপদ ধনপতনগরের চাঁই পল্লীতে এলেন। সঙ্গে বহু মানুষ যথা বর্তমান MLA সোহরাব সাহেব, আখরুজ্জামান, মুক্তিপ্রসাদ ধর, দিলীপ সিনহা সহ বহু ফুল নেতা, হাফ নেতা। পানানগর– মিঠিপুর-বিশ্বনাথপুর–রামদেবপুর–বাঁধের ধারে এনায়েৎনগরের বহু জনগণ। মূলবক্তা অধীর রঞ্জন চৌধরী। তিনি ধনপতনগরের অনগ্রসরতা দারিদ্রতা পশ্চাৎপদতা দেখে খুব হা হতাশ করলেন। এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন ঐ গ্রামের ৮নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী হলে চাঁই পল্লী ধনপতনগরের বিস্তর উন্নয়ন ঘটাবেন। কিন্তু ৮ নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করেন নি এবং ধনপতনগরের তেমন কোন উন্নয়নও হয়নি। এই নির্বাচনী জনসভার কয়েকদিন পরেই কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি রামদেবপুরে বাঁধের ধার হতে এসে আমার নিকট ঝাঁকসুর এক ছবি নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য তাঁর আবক্ষ-মূর্তি তৈরী। এবং অধীর বাবুর প্রচেষ্টায় সেই মূর্তি তৈরি হয়ে রঘুনাথগঞ্জ কংগ্রেসের পার্টি অফিসে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে। দেখে এসেছি। এখানে উল্লেখ্য, তার বহু আগেই তৎকালীন এম পি/ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী/ পরে অর্থমন্ত্রী তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত কামদাকিংকর ফুটবল প্রতিযোগিতায় টুর্নামেন্টে ঝাঁকসু নামের কাপও ছেড়েছেন। এসব খবর হয়েছিল। বর্তমানে লোকসভা ভোট আগত। শুনছি রাষ্ট্রপতি প্রণব পুত্র অভিজিৎ মুখার্জী কংগ্রেস হতে জঙ্গিপুর লোকসভায় দাঁড়াবেন। বেশ ভাল। কিন্তু ভোটের আগে বাক্সবন্দী ঝাঁকসুর আবক্ষ মূর্তিটি ধনপতনগরে কিংবা শহরে প্রতিষ্ঠা হবে কি ? এটার সন্দেহ স্থানীয় চাঁই সমাজের মানুষের বহু আবেগ উত্তেজনা জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে ভাবাবেগ – Emotion

তুলসীচরণ মন্ডল, ধনপতনগর

শ্রদ্ধায় স্মরণে-স্মরণ দা

দেবব্রত সেন

স্মরণদা আর নেই। গত ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যে সহকর্মী বন্ধুর নিকট হতে টেলিফোন মারফৎ পেলাম সেই দুঃসংবাদ, না স্মরণদা আর নেই। সেই জলন্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী, কবিতা যার কণ্ঠে ছায়াছবির মতো ভেসে উঠতো, নিপাট ভদ্রলোক, ছাত্রদরদী সেই স্মরণদা – স্মরণ দত্ত ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

১৯৮৭ সাল। আজ হতে ২৭ বছর পূর্বে আবৃত্তি যে অনুশীলনের বিষয় হতে পারে বা রঘুনাথগঞ্জের মতো ছোট শহরে এই বিষয় চেষ্টার কোন প্রতিষ্ঠান খোলা যেতে পারে সে

(পরের পাতায়)

ঝগড়া

শীলভদ্র সান্যাল

ভিন্-পাড়াতে ঢুকলে কুকুর
পাড়ার কুকুর তাড়ে
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ, শেষ সীমানা
পার করে দেয় তারে।
নিশুত রাতে মুখোমুখি
মুক্ত আকাশ তলে
হুলো দু'টো সাধছে গলা
ঝগড়া করার ছলে।
ঝটাপটি মোরগ দু'টো
নাচছে তালে তালে
তিনটে শালিক ঝগড়া করে
রান্না ঘরের চালে।
শাশুড়ি আর দজ্জাল বৌ
আসতে যেতে কাটে
সাত সকালে মুখ নাড়াতে
বাগদি পাড়া ফাটে !
এত কিসের ঝগড়া দাদা
এই মারে সেই মারে ?
লোকটা, ঘোষাল বাবুর কাছে।
তিনশ' টাকা ধারে।
কখনও বা ঝগড়া থামে
খুনোখুনি, মূর্ছায়-
থামাও বাপু, ঝগড়া -কাহন
ভাল্লাগেনা দূর ছাই!
আর একটা, প্লিজ, ঝগড়া শোন
নেই কোনও তার জুড়ি
কিছুই সেথায় বাদ যায়নি
লঙ্কাগুঁড়ো ছুরি।
ঝগড়া ক'রে ছবি হলো
আছে কি তাই জানা ?
লোকসভাতে মান বাড়াল
ইসুৎ তেলেঙ্গানা।

ভ্যালেন্টাইনস ডে

সুজিত ধর

১৪ ফেব্রুয়ারী আরও একদিন খরচের দিন অতিবাহিত হলো। মানে আর কিছু না –ঘটা করে বলি ভ্যালেন্টাইনস ডে। ভাবতে অবাক লাগে –নিজের মতো করে ভাবতে, নিজের কথা নিজে বলতে যেটুকু সামান্য পরিশ্রম দরকার সেটুকু আর কেউ করতে রাজি না। তাই প্রেমিক আর প্রেমিকাকে ভালোবাসি কথাটা বলতে চাইলেও তাকে দৌড়তে হয় দোকানে ভ্যালেন্টাইনস্ ডের কার্ড কিনতে। এইবার ২০/২৫ টাকায় এক পিস্ গোলাপ নেওয়ার হিড়িক পরে যায়। পকেট গড়ের মাঠ। বহু কষ্ট করে পড়ানো সোনার ছেলেমেয়েরা কেউ ভিন্ন রাজ্যে কর্মরত। মা বাবার সেবা না করতে পেরে অন্তত ফাদার্সডে, মাদার্সডেতে ঝাঁ চকচকে একটা সুদৃশ্য কার্ড পাঠিয়ে কোনরকমে কর্তব্য সারে। দীর্ঘায়ু কামনা করতে কার্ডে লেখা কেনার জন্য দৌড়নো। যাতে লেখা থাকবে মা, বাবাকে, প্রেমিক প্রেমিকাকে গভীর ভালোবাসার কথা।

হলই বা বছরের একটি মাত্র দিন। এগুলো নাকি আদতে শুরু Macy`s or J.C. Penny জাতীয় মার্কিন দোকানে ব্যবসা বাড়ানোর ফন্দি। তবে ভালোবাসা মানে কি শুধুই নর-নারীর প্রেম বা বিবাহ। একেবারেই তা নয়। ভালোবাসা মানে প্রকৃতির সঙ্গে জীবের, মানুষের সঙ্গে প্রাণীর , আবার মানুষের সঙ্গে মানুষের। মিডিয়া এক্সপ্রোশনের যুগে কিশোর কিশোরী থেকে শুরু করে পৌঢ় পৌঢ়াদের মধ্যেও বেশ একটা প্রেমের জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ আজও প্রকৃতি ভালোবাসার কাঙাল। কারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন ঘটে নি। তাই এখনো পরিবারে যদি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড শিশু জন্মগ্রহণ করে তা হলে বাবা মাকে সেই প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াইয়ে নামার পাশাপাশি সমাজের, আত্মীয় বন্ধুদের বাঁকা কথার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত। ভরা বসন্ত হয়তো এভাবেই এগোবে।

নেতা

প্রণবেন্দু দাস

যুগের হুজুগে তাল মিলাইয়া কতিপয় মানবাত্মা মহামানব রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তাহারা দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়া পৃথিবীকে অগ্রসর করেন সম্মুখ পানে। তাহাদের কর্মপদ্ধতি চিন্তাধারা দেশ ও দশকে পথ দেখায় – তাহাদের নেতা বলা হয় না হত না।

বিবর্তনে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে এই নেতাকুল রকেটের বেগে উপরে উঠিয়া তাহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন করিয়াছে। নেতা হইতে গেলে যে ন্যুনতম গুণাবলী আবশ্যক তাহার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করা যাক্। নেতা হইতে গেলে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ভিত্তিরপনিষদের যাবতীয় উপদেশ সমুদ্রে বিসর্জন দিয়া অভিনয়ে অতীব পারদর্শী হইতে হইবে। নির্জলা মিথ্যাকে আগমার্কা সত্য ভাষণ বলিয়া চালাইতে হইবে। যে কোন অপমানকে অঙ্গের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। সর্বত্র বিমানসেবিকার হাসি উপহার দিতে হইবে। সূচনায় কখনও চড়া সুরে কথা বলা চলিবে না। কার্যোদ্ধারের পরে আসল রূপ ধারণ করা চলিবে। নিজেকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী বলিয়া ছলে বলে কৌশলে অহরহ প্রচার করিতে হইবে। তাহার একমাত্র ঈশ্বর হইবে গদী দখল। এজন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের অন্যতম গুণ হিসেবে নিজেকে প্রথম শ্রেণীর বেহায়া হইতে হইবে। হজমশক্তি বারাইবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা সর্বপ্রকার গালিগালাজ অকথা-কুকথা হাসিমুখে হজম করিতে পারে। নতুবা পততন অবশ্যম্ভাবী। মনকে করিতে হইবে জৈব রসায়নের গঠনের মত বিস্ময়কর কুচুটে। কোন কথাকেই সহজভাবে বলা বা ভাবা চলিবে না। সর্বোপরি

(পরের পাতায়)

শ্রদ্ধায়.....(২ পাতার পর)

চিন্তাধারা যার মস্তিষ্কে এসেছিল তিনি আবৃত্তিকার স্মরণ দত্ত। এর পূর্বে দীর্ঘদিন তিনি আবৃত্তি পরিবেশন করে শহরবাসী তথা জেলায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি বিচারকের মর্যাদা লাভ করেন। এরপর সুদীর্ঘ সময় ধরে দক্ষতা, পারদর্শিতা, নিয়মানুবর্তিতা তথা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অপত্য স্নেহ দ্বারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত "প্রতিশ্রুতি" আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র পরিচালনা করে গেছেন। কত ছাত্র ছাত্রী তাঁর কাছে আবৃত্তির শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেছেন তার হিসাব নাই। ২০১২ সাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের আয়োজিত হয়েছিল স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। শুধুমাত্র আবৃত্তি কেন্দ্রিক একটা অনুষ্ঠান যে আড়াই/তিন ঘণ্টা হল ভর্তি দর্শকের আকর্ষণের বিষয় হতে পারে তা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল স্মরণদার পরিচালনার নৈপুণ্যের যাদুতে। দেখেছিলাম সবকিছু ভুলে গিয়ে তিনি অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত।

শুধু রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপনই নয় – তিনি মাঝে মধ্যেই রঘুনাথগঞ্জের আনাচে কানাচে আবৃত্তির পশরা সাজিয়ে বসতেন। কখনও তুলসী বাড়ি, কখনো সদরঘাট, কখনো শুধুমাত্র আবৃত্তি করে শহর পরিক্রমা করা, কখনো বা নৌকা ভ্রমণের মাধ্যমে আবৃত্তি পাঠ – এই রকম ছিল তার বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান। জনসাধারণের সাড়াও পেতেন আশাতীত।

স্মরণ ছিলেন মূলত আবৃত্তিকার তার কণ্ঠের জাদুতে কবিতা যেন ছবির মতো ফুটে উঠতো। কবির ভাবের সঙ্গে তিনি মিলিত হতে পারতেন। তার উচ্চারণ ছিল সাবলীল ; প্রত্যেকটা শব্দ যেন নিজ নিজ ভাষা ব্যক্ত করতো। পাশাপাশি তিনি নিজেও ছিলেন একজন কবি। তার অনেক কবিতা আমাদের এই 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশিত হয়েছে। দু-একটা কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী। তার প্রতিষ্ঠানের ইউনিফরমের ফ্যাব্রিকস তিনি নিজ হাতে অঙ্কন করতেন। তার হস্তাক্ষরও ছিল ভীষণ সুন্দর। তিনি এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রতিবেদনও লিখতেন।

একবার একটা প্রতিবেদনের বিপক্ষে আমি "পাঠকের কলমে" লিখেছিলাম – ভেবেছিলাম স্মরণদা হয়তো বা আমার উপর রুষ্ট হবেন। কিন্তু সদা হাস্যময় স্মরণদার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হলো তখন তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, আমি যে তার লেখা পড়ে অন্যভাবে কিছু ভেবেছি এতে তিনি দারুণ আনন্দিত – এই হলো স্মরণদা।

স্মরণ'দা আমার সহকর্মীও ছিলেন। কাজের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল অসীম। অফিসে আগমন ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে তাঁর সময়ানুবর্ততা ছিল অনুকরণের যোগ্য। যে কাজ তিনি জানতেন না বা নতুন কোন ফাইল করছেন তখন তিনি জুনিয়ারদেরকেও শিক্ষকের মর্যাদা দিতেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি ছিল 'কেউ তো প্রথমে সবকিছু জানতে পারে না তাকে আয়ত্ব করতে হয়, আর এই আয়ত্ব করাই হলো অনুশীলন। এটা না করে সবজান্তর ভাব করে বসে থাকলে সে সম্মান পায় না।"

আমার ছাত্রজীবন থেকেই স্মরণ'দা আমাকে প্রবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাংস্কৃতিক বিভাগে জড়িত থাকতেন। তাই কোথায় কোন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে তার খোঁজ খবর আমাকে দিয়ে, এমনকি রেফারেন্স বই দিয়ে অনুপ্রাণিত করতেন। আমি জীবনে যে সমস্ত পুরস্কার পেয়েছি তা একমাত্র স্মরণ'দার জন্য। তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি – প্রণাম জানাই।

নেতা .....(৩ পাতার পর)

বাঁশ দিবার প্রয়োজনে বাঁশ খাইবার পারদর্শিতা বাঞ্ছনীয়। বাঁশের সঙ্গে সর্বদা মোবিল নামক তৈলাক্ত পদার্থ রাখিতে হইবে। তাহাদের একমাত্র ইষ্টনাম হইবে, লজ্জা-ঘেন্না-ভয় তিন থাকিতে নয়। শ্রেণী বিন্যাসে নেতারা বিভিন্নভাবে বিভক্ত–নেতা, উপনেতা, স্বয়ম্ভু নেতা, হাফ নেতা, কাণ্ডজে নেতা, লোকাল নেতা ইত্যাদি।

নেতা একটিবার গদী আঁকড়াইয়া বসিতে পারিলেই কিস্তিমাৎ। গদীর অবশ্য রকমফের আছে – চেয়ার হইতে ডানলোপিলো পর্যন্ত বিস্তৃত। গদীতে বসিবার পরে কিন্তু দৃষ্টি জনগণের দিক হইতে নিজের দিকে ফিরাইতে হইবে। দলগত পর্যায় ছাড়াইয়া ব্যক্তিগত চামচে সৃষ্টির দিকে মনযোগ অবশ্যই দিতে হবে। কারণ এই সব চামচেরাই টু-পাইস কামাইবার গৃহপালিত সৈনিক। তাহাদের মাধ্যমেই যোগাযোগ হইবে প্রমোটার, কন্টাক্টার হইতে চাকুরী প্রার্থীদের সহিত। যাহা হউক, গদীতে গাড়িয়া বসিবার পরে যদি নেতার অবস্থা নড়বড়ে হয় তবে বিপরীত শিবিরের সহিত অন্তঃসলিলা ফল্গু সম্পর্ক রাখিতে হইবে। প্রয়োজন বোধে জনগণের দোহাই দিয়া ডিগবাজির সাহায্যে এই গদী-রূপ অমৃতভাণ্ডার টিকাইয়া রাখিবার অন্যতম গুরুদায়িত্ব নেতাদের অবশ্যই পালন করিতে হইবে। মোদ্দা কথা যাত্রার আসরে ভীম দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্তপান করিবেন কিন্তু সাজঘরে এক কলিকাতে গাঁজা সেবন করিবেন। ইহাই অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের মূল সুর।

বর্তমান কালে নেতাদের গদী রক্ষার জন্য তিনটি 'ক' শরণাপন্ন অবশ্যই হইতে হইবে – কামনা, কায়েম ও কেলেঙ্কারী। একে একে এই তিনটি আয়ত্ব করিতে হইবে – জলে নামিব, জল ছড়াইব, চুল ভিজাইব না। অভিমন্যুর মত চক্রব্যূহে প্রবেশ করিয়া বাহির হইতে না পারিবার দিকে সতর্ক নজর রাখিতে হইবে। বর্তমানে নেতা সাম্রাজ্যে স্কার্ড -এর আক্রমণ প্রবল।

নেতা বনিবার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ খুলিতে হইবে। প্রথমে ট্যাঁকের খরচে সম্বর্ধনা সভা করিতে হইবে। ব্যাঙ্ক একাউন্ট স্বনামে নিজের এলাকায় রাখা চলিবে না। কন্ট্রাক্টর, চোরাকারবারী, প্রমোটার ইত্যাদির সঙ্গে হটলাইনে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে। মাঝে মাঝে নেতাদের রুচির পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, গদীয়ান হইবার পরে হাওয়াই ছাড়িয়া এলিট ধরিবেন; সাইকেল ছাড়িয়া গাড়ী, ভোলা মাছ ছাড়িয়া তপসে। তাহাদের প্রিয় খাদ্য হইবে অবশ্যই দই-এর মাথা – ঘোলের শেষ। আশ্বিনের ফুলকপি-পৌষের এঁচর ইত্যাদি। ঘুমের পূর্বে একটু রঙিন জল – জনগণের জন্য চিন্তার উপকরণ হিসেবে এর উপযোগিতা প্রশ্নাতীত। ইহার সঙ্গে যাহা অতীব প্রয়োজন তাহা হইল সরকারি অফিসগুলিকে মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা। আর মৃগ ছাড়া ক্ষেত্র হয় না। প্রশাসনিক দপ্তর ও থানায় সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত হাজিরা দিতে হইবে। নতুবা তৈল মর্দন করিবার উপযুক্ত জনগণ পাওয়া যাইবে না। তবে সেম-সাইড হইতে অবশ্যই সাবধান থাকিতে হইবে। এই সকল প্রয়োজনীয় শর্ত পূর্ণ করিবার মধ্যেই জনগণকে ভেড়া বানাইয়া তাহাদের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো ছড়াইয়া তাহাদের আরাধ্য হইয়া যাইতে পারিবে।

তবে স্বীকার্য, উল্লেখিত নেতা সম্পর্কিত ভাববিস্তারের সমূহ লক্ষণ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণতঃ নস্যাৎ করিয়া কতিপয় জননেতা টিমটিম করিয়া তাহাদের পবিত্র জীবনালোক জাগাইয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন – তাহা অভয়ারণ্যের প্রাণী সংরক্ষণ। তাহা এই চাকচিক্যময় সমাজের প্রচ্ছদের অন্তরালে যে কদর্য ব্যাধি তাহা নিবারণের জন্য ওই সব আলোক স্পর্শ অতীব আকাঙ্খিত, কিন্তু তাহার জাজ্বল্যমান সামগ্রিক প্রকাশ আর কত দিনে ঘটিবে।

আই কার্ডে ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের অনিন্দিতা নাথের অভিযোগ – ভোটার আই কার্ড হাতে পেয়ে খুশি হবার কথা কিন্তু তাতে একাধিক ত্রুটি থাকায় সেটা কোন কাজে লাগছে না। তাঁর নামের ওপরে অন্য মহিলার মুখ। এছাড়া কার্ডের পিছনে ইলেকট্রারাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের কোন স্বাক্ষর নেই। এই ধরনের ত্রুটি কি চলবেই ?

জঙ্গিপুর কলেজে.....(১ পাতার পর)

একাধিকবার কোলকাতা গেছেন। কিন্তু গাড়ী ভাড়া বহন করেছে কলেজ ফান্ড। তার জন্য কোন ভাউচারও জমা দেবার প্রয়োজন হয়নি। এই সব কাজে প্রত্যেক মাসে ১০/১২ বার বহরমপুর–কলকাতার গাড়ী ভাড়ার টাকা কলেজ থেকে ব্যয় করা হয়েছে বলে খবর। অধ্যক্ষর একার সই–এ লক্ষ লক্ষ টাকার চেক কিভাবে কার্যকরী হলো ? জেনারেটর কেনার নামে মোটা টাকা এ্যাডভান্স খরচের হিসাবে রাখা হলেও ঘটনাটা আজও অন্ধকারে।

রাষ্ট্রপতি .....(১ পাতার পর)

তৃণমূল বা সিপিএম ব্লকভিত্তিক কর্মসূচী চালু রেখেছে। তৃণমূলের রাজ্য নেতা মুকুল রায় জঙ্গিপুর কেন্দ্রকে চাঙ্গা করতে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। খবর, শেষ পর্যায়ে দলের প্রার্থী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলায় আসবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। তাই ভি.ভি.আই.পি. ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর হুটহাট জঙ্গিপুর এলাকায় আসাকে সাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবী সব স্তরের মানুষ ছেলের প্রচার ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারছেন না। অন্যদিকে খবর , অভিজিৎ মুখার্জীর কোন গণসংযোগ নেই। সাধারণ মানুষের কোন প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দেন না। সবক্ষেত্রে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।